অন্ত্য-লীলা

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে।
নানামতে আস্বাদয়ে প্রেমের তরঙ্গে॥ ২

কৃষ্ণের বিচ্ছেদদুঃখে ক্ষীণ মন কায়।
ভাবাবেশে তভু কভু প্রফুল্লিত হয়॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃষ্ণস্য যো বিচ্ছেদ স্তেন জাতা প্রাদুর্ভূতা যা আর্ত্তিরুদ্বেগ স্তয়া ক্ষীণে অপি মনস্তনূকর্ত্রে ী ফুল্লতাম্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদে প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখ, শ্রীজগদানন্দের বৃন্দাবনগমন, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীপাদসনাতনগোস্বামিকর্ত্তৃক শ্রীজগদানন্দের গৌরপ্রীতি-পরীক্ষা, শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক দেবদাসী-গীত গান শ্রবণ, শ্রীরঘুনাথ-ভট্টের প্রতি প্রভুর কৃপা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যস্য (যাঁহার) মনস্তনূ (মন এবং দেহ) কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জাতার্ত্ত্যা (শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত পীড়ায়) ক্ষীণে চ অপি (ক্ষীণ হইয়াও) ভাবৈঃ (শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি ভাবসমূহ দ্বারা) ফুল্লতাং (প্রফুল্লতা) দধাতে (ধারণ করে), তং (সেই) গৌরং (গৌরচন্দ্রকে) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় করি—তাঁহার শরণাগত হই)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত পীড়ায় ক্ষীণ হইয়াও যাঁহার দেহ এবং মন শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-ভাবসমূহ দ্বারা প্রফুল্লতা ধারণ করে, আমি সেই শ্রীগৌরচন্দ্রের শরণাগত হই।

মনস্তনূ—মন এবং তনু (দেহ); **কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জাতার্ত্ত্যা**—কৃষ্ণের বিচ্ছেদ (বিরহ), তদ্দ্বারা জাতা (উৎপাদিতা) যে আর্ত্তি (পীড়া), তদ্দ্বারা; শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-যন্ত্রণায়। **ক্ষীণে**—কৃশ।

শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-যন্ত্রণায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছিল; তাঁহার মনও অত্যন্ত নিরানন্দ—সুতরাং সঙ্কুচিত—হইয়া গিয়াছিল; তথাপি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-ভাবের প্রভাবে সময় সময় তাঁহার দেহ ও মন প্রফুল্ল হইত। পরবর্ত্তী ৩।১৩।৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখের—ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

২। **প্রেমের তরঙ্গে**—প্রেমের বৈচিত্রী।

৩। **কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দুঃখে**—শ্রীরাধাভাবে ভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহ ও মন শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখে

কলার শরলাতে শয়ন, ক্ষীণ অতি কায়।
শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা লাগে গায় ॥ ৪
দেখি সব ভক্তগণের মহাদুঃখ হৈল।
সহিতে নারে জগদানন্দ উপায় সৃজিল ॥ ৫
সূক্ষ্মবস্ত্র আনি গৈরিক দিয়া রাঙ্গাইল।
শিমুলীর তূলা দিয়া তাহা ভরাইল ॥ ৬
এক তুলী-গাণ্ডু গোবিন্দের হাথে দিল।
প্রভুকে শোয়াইহ ইহায়, তাহাকে কহিল ॥ ৭
স্বরূপগোসাঞিকে কহে জগদানন্দ—।
আজ আপনি যাঞা প্রভুকে করাইহ শয়ন ॥ ৮
শয়নের কালে স্বরূপ তাহাঁই রহিলা।
তুলীগাণ্ডু দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা ॥ ৯
গোবিন্দেরে পুছে—ইহা করাইল কোন জন ?।
জগদানন্দের নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন ॥ ১০
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলী দূর কৈল।
কলার শরলার উপর শয়ন করিল ॥ ১১
স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি।
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারী ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গেল। **ক্ষীণ**—কৃশ। **ক্ষীণ মন**—মন যদি অত্যন্ত বিষণ্ণ থাকে, মনে যদি প্রফুল্লতা না থাকে, তাহা হইলেই মনকে ক্ষীণ বা কৃশ বলা হয়। **ভাবাবেশে**—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ভাবের আবেশে; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের আবেশে। **ভাবাবেশে** ইত্যাদি—মহাপ্রভুর মন শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত; শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে পর তাঁহার বিরহে শ্রীরাধার যে সকল অবস্থা হইয়াছিল, প্রভুরও এখন সেই সকল অবস্থা উপস্থিত। মাথুর-বিরহ-কালে পূর্ব্ব-মিলনের কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীরাধার সময় সময় ঐ মিলনই স্ফুরিত হইত, তখন বিরহের কথা তিনি ভুলিয়া যাইতেন, মিলনের কথা ভাবিয়াই একটু প্রফুল্লতা প্রকাশ করিতেন। প্রভুরও সময় সময় (কভু) এই অবস্থা হইত; যখন এই অবস্থা হইত, তখন মিলনের ভাবের আবেশে প্রভুর দেহ ও মন প্রফুল্ল হইত।

"তভু কভু প্রফুল্লিত হয়"-স্থলে "তপ্ত কভু প্রফুল্লিত গায়" এবং "কভু প্রভু প্রফুল্লিত হয়" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। তপ্ত—তাপিত। **কভু**—কখনও; সময় সময়। গায়—দেহ।

৪। **কলার শরলা**—আস্ত কলাপাতার মধ্যবর্ত্তী ডগা। শুষ্ক শরলা একটু নরম হয়; কিন্তু অধিক চাপ পড়িলে আর নরম থাকে না। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; তাই তুলার গদী বা তোষক ব্যবহার করিবেন না বলিয়া কলার শরলা দ্বারাই তাঁহার জন্য শয্যা রচনা হইয়াছিল। "শরলা"-স্থলে "সরলা" বা "সরড়া"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই। **ক্ষীণ অতি**—অত্যন্ত কৃশ। **কায়**—দেহ, শরীর (প্রভুর)। **হাড়**—অস্থি; প্রভুর শরীর কৃশ হইয়াছিল বলিয়া তাহাতে মাংস অতি অল্পই ছিল; চর্ম্মের নীচেই প্রায় অস্থি ছিল; তাই বহুদিনের ব্যবহৃত শরলায় শয়ন করিলেই শক্ত শরলাতে অস্থি লাগিয়া প্রভুর অঙ্গে ব্যথা অনুভূত হইত। **গায়**—গায়ে; দেহে।

৫। **সহিতে নারে**—প্রভুর দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া। **সৃজিল উপায়**—প্রভুর দুঃখ নিবারণের উপায় করিল।

৬। **গৈরিক**—গিরিমাটী।

রাঙ্গাইল—রঞ্জিত করিল; সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ গৈরিক বসন ব্যবহার করেন বলিয়াই বোধ হয় প্রভুর শয্যার নিমিত্ত যে বস্ত্র আনা হইল, তাহাও গৈরিক রঙ্গে রঞ্জিত করা হইল।

শিমুলীর তূলা—শিমুল তূলা। প্রভুর শয্যার নিমিত্ত একটা তোষক করা হইল।

৭। **তুলী-গাণ্ডু**—তুলী ও গাণ্ডু। **তুলী**—তোষক। **গাণ্ডু**—বালিশ। জগদানন্দ পণ্ডিত, একখানা তোষক ও একটা বালিশ গোবিন্দের হাতে দিয়া, তাহাতে প্রভুকে শোয়াইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন।

১০। **সঙ্কোচ হৈল মন**—পাছে জগদানন্দ রাগ করিয়া আবার অনাহারে পড়িয়া থাকেন, তাই ক্রোধাবেশে প্রভু কোনও রূঢ় কথা বলিলেন না।

প্রভু কহেন—খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥ ১৩
সন্ন্যাসি-মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমাকে খাট তুলী-গাণ্ডু মস্তক-মুণ্ডন ? ॥ ১৪
স্বরূপগোসাঞি আসি পণ্ডিতে কহিল।
শুনি জগদানন্দ মনে মহাদুঃখ পাইল ॥ ১৫
স্বরূপগোসাঞি তবে স্বজিল প্রকার।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিল অপার ॥ ১৬
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল।
প্রভুর বহির্বাস-দুইতে সে-সব ভরিল ॥ ১৭
এই মত দুই কৈল ওড়ন-পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৮
তাতে শয়ন করে প্রভু, দেখি সভে সুখী।
জগদানন্দের ভিতরে ক্রোধ, বাহিরে মহাদুঃখী॥১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩। এই পয়ার প্রভুর ক্রোধমিশ্রিত পরিহাসোক্তি।

১৪। **মস্তক মুণ্ডন**—মাথা মুড়ান; নিতান্ত অন্যায়। যেরূপ অসঙ্গত কাজ করিলে কোনও লোককে তাহার সামাজিক লোকেরা মাথা মুড়াইয়া সমাজের বাহির করিয়া দেয়, সন্ন্যাসী হইয়া আমার পক্ষে তোষক ও বালিশ ব্যবহার করাও সেইরূপ অন্যায় কার্য্যই হইবে; ইহাতে আমার সন্ন্যাস-আশ্রমের মর্য্যাদা নষ্ট হইবে; এইরূপ করিলে আমাকে সন্ন্যাসি-সমাজ হইতে তাড়িত হইতে হইবে।

ভূমিতে শয়ন—মাটীতে শোওয়াই আমার আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কাজ।

১৫। **পণ্ডিতে কহিল**—জগদানন্দ পণ্ডিতকে প্রভুর কথাগুলি বলিলেন।

১৬। **স্বজিল প্রকার**—যে প্রকার শয্যার ব্যবস্থা করিলে সন্ন্যাস-আশ্রমের মর্য্যাদাও থাকে, অথচ প্রভুর শরীরেও কষ্ট হয় না, সেই প্রকার উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। **কদলীর**—কলার। **অপার**—অনেক।

১৭। **বহির্ব্বাস দুইতে**—দুইখানা বহির্ব্বাসে।

১৮। **ওড়ন**—সম্ভবতঃ ওড়না হইতেই ওড়ন-শব্দ হইয়াছে। ওড়না বলে গায়ের চাদরকে। স্বরূপ-গোস্বামী শয়ন-সময়ে প্রভুর গায়ে দেওয়ার নিমিত্ত কলাপাতা চিরিয়া লেপের মত একটা জিনিস তৈয়ার করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। **পাড়ন**—পাতিবার জিনিস; তোষক। **অঙ্গীকার কৈল**—ওড়ন-পাড়ন অঙ্গীকার করিলেন। তুলার তোষক ও বালিশ সাধারণতঃ বিষয়ী ব্যক্তিরাই ব্যবহার করে বলিয়া, তাহাতে একটু বিলাসিতার ভাব আছে—বিশেষতঃ তাহা যখন গৈরিক রঙ্গে নূতন সূক্ষ্মবস্ত্রে প্রস্তুত ছিল। সম্ভবতঃ এজন্যই প্রভু তাহা অঙ্গীকার করেন নাই। স্বরূপ-গোস্বামী যাহা তৈয়ার করিলেন, তাহা পুরাতন বহির্ব্বাস এবং শুষ্ক কলাপাতার তৈয়ারী বলিয়া বিষয়ীর ব্যবহার্য্য নহে, একমাত্র নিষ্কিঞ্চনদেরই ব্যবহার্য্য; তাই বোধহয় অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে প্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন। সামান্য কলাপাতার তৈয়ারী হইলেও ইহা দেহের সুখ-সাধন বলিয়া প্রভু ইহাও গ্রহণ করিতে চাহেন নাই; তজ্জন্য স্বরূপ-দামোদরকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অনুরোধে এবং সম্ভবতঃ জগদানন্দের প্রেম-রোষের ভয়েই প্রভু শেষকালে ইহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

১৯। **ভিতরে ক্রোধ**—মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন,—প্রভু তাঁহার তোষক ও বালিশ অঙ্গীকার করেন নাই বলিয়া এবং প্রভু নিতান্ত দীনহীনের ন্যায় কলাপাতার শয্যায় শয়ন করিতেছেন বলিয়া। ইহা জগদানন্দের প্রণয়-রোষ মাত্র।

বাহিরে মহাদুঃখী—জগদানন্দ মনের ক্রোধ বাহিরে প্রকাশ করেন নাই, তাহাতে প্রভুর মনেও কষ্ট হইবে বলিয়া। কিন্তু প্রভুর দেহের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা তিনি কিছুতেই গোপন করিতে পারেন নাই; তাহা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা—বৃন্দাবন যাইতে।
প্রভু আজ্ঞা না দেন, তাতে না পারে চলিতে॥২০
ভিতরের ক্রোধ দুঃখ প্রকাশ না কৈল।
মথুরা যাইতে প্রভুস্থানে আজ্ঞা মাগিল॥ ২১
প্রভু কহে—মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি ?
আমায় দোষ লাগাইয়া তুমি হইবে ভিখারী ? ২২
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ—।
পূর্ব্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন॥ ২৩
প্রভুর আজ্ঞা নাহি তাতে না পারি যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেহ, অবশ্য যাইব নিশ্চিতে॥ ২৪
প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করে অঙ্গীকার।
তেঁহো প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বারবার॥ ২৫
স্বরূপগোসাঞির ঠাঞি পণ্ডিত কৈল নিবেদন।
পূর্ব্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন॥ ২৬
প্রভু-আজ্ঞা বিনে তাহাঁ যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে 'ক্রোধে যায়' বলি॥২৭
সহজেই মোর তাহাঁ যাইতে মন হয়।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা দেহ করিয়া বিনয়॥ ২৮
তবে স্বরূপ গোসাঞি কহে প্রভুর চরণে।
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে॥ ২৯
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা এঁহো মাগে বারবার।
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসে একবার॥ ৩০
আই দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয়॥ ৩১
স্বরূপগোসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিল।
জগদানন্দে বোলাইয়া তাঁরে শিক্ষাইল—॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২০। **পূর্ব্বে**—প্রভুর শয্যা সম্বন্ধে গোলযোগের পূর্ব্বে।

প্রভু আজ্ঞা না দেন—বৃন্দাবন যাওয়ার নিমিত্ত জগদানন্দকে প্রভু আদেশ দেন নাই বলিয়া।

না পারে চলিতে—জগদানন্দ বৃন্দাবন যাইতে পারেন নাই।

২১। নীলাচলে থাকিয়া চক্ষুর সাক্ষাতে প্রভুর এত কষ্ট দেখিতে পারেন না বলিয়া জগদানন্দ নীলাচল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে যাওয়ার নিমিত্ত প্রভুর আদেশ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু প্রভুর দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই যে তিনি প্রভুর নিকট হইতে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহা প্রভুকে জানাইলেন না। সহজ ভাব দেখাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আদেশ প্রার্থনা করিলেন।

২২। **আমায় ক্রোধ করি**—জগদানন্দ নিজের দুঃখ গোপন করিয়া সহজ ভাব দেখাইলেও প্রভু তাঁহার ভিতরের ক্রোধ টের পাইয়াছেন ; তাই প্রভু বলিলেন—"জগদানন্দ! আমার উপর রাগ করিয়া তুমি বৃন্দাবন যাইতেছ ? আমার উপর দোষ দিয়া তুমি ভিখারী হইতে চলিলে ?"

আমায় দোষ লাগাইয়া—আমি (প্রভু) তোষক-বালিশ অঙ্গীকার করি নাই বলিয়া আমার উপর রাগ করিয়াছ, তাই তুমি ভিক্ষুকের বেশে বৃন্দাবন যাইতেছ ; সুতরাং তোমার নীলাচল-ত্যাগের কারণ আমিই।

২৫। **প্রীতে**—জগদানন্দের প্রতি প্রীতিবশতঃ। প্রভু বুঝিতে পারিয়াছেন, প্রভুর দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই পণ্ডিত নীলাচল ছাড়িয়া যাইতেছেন, যেন প্রভুর দুঃখ-কষ্ট স্বচক্ষে না দেখিতে হয়। কিন্তু প্রভু ইহাও বুঝিলেন যে, চলিয়া গেলেও প্রভুর অদর্শনে এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রভুর দুঃখ-কষ্ট আরও বেশী হইয়াছে ভাবিয়া পণ্ডিতের আরও বেশী দুঃখ হইবে। এ সমস্ত ভাবিয়া প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন যাওয়ার আদেশ দিলেন না।

২৬-২৮। প্রভুর উপর রাগ করিয়া যে জগদানন্দ শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছেন না, তাঁহার সহজ ইচ্ছার বশেই যে তিনি যাইতে চাহিতেছেন, ইহা প্রভুকে বুঝাইয়া বলিবার নিমিত্ত এই তিন পয়ারে জগদানন্দ স্বরূপ-দামোদরকে অনুরোধ করিতেছেন।

৩১। **আই দেখিতে**—শচীমাতাকে দেখিতে।

৩২। **শিক্ষাইল**—বৃন্দাবন যাওয়ার বিষয়ে উপদেশ দিলেন।

বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে।
আগে সাবধান যাবে ক্ষত্রিয়াদি-সাথে ॥ ৩৩
কেবল গৌড়িয়া পাইলে 'বাটপাড়' করি বান্ধে।
সব লুটি বান্ধি রাখে, যাইবারে না দে ॥ ৩৪
মথুরা গেলে সনাতন-সঙ্গেই রহিবা।
মথুরার স্বামি-সভার চরণ বন্দিবা ॥ ৩৫
দূরে রহি ভক্তি করিহ, সঙ্গে না রহিবা।
তাঁসভার আচার-চেষ্টা লৈতে না পারিবা ॥ ৩৬
সনাতন সঙ্গে করিহ বন-দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ ॥ ৩৭
শীঘ্র আসিহ, তাহাঁ না রহিয় চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চঢ়িহ দেখিতে গোপাল ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৩। **বারাণসী পর্য্যন্ত**—কাশীপর্য্যন্ত। **স্বচ্ছন্দে**—নিরুদ্বেগে; কোনও আশঙ্কা না করিয়া। **আগে**—বারাণসী পার হইয়া যাওয়ার পরে। **ক্ষত্রিয়াদি সাথে**—বারাণসীর পরের পথে একাকী চলিবেনা; স্থানীয় ক্ষত্রিয়াদির সঙ্গ লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিবে। **ক্ষত্রিয়**—যুদ্ধনিপুণ জাতি-বিশেষ।

৩৪। ক্ষত্রিয়াদির সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত কেন বলিলেন, তাহার হেতু বলিতেছেন। পশ্চিমের পথে অনেক চোর ডাকাত আছে; নিরীহ বাঙ্গালীকে একাকী যাইতে দেখিলে তাহারা তাহার উপর অত্যাচার করিয়া টাকা-পয়সা-জিনিসপত্র লুটিয়া লইয়া যায়, তাহাকে বাঁধিয়া রাখে, যাইতে দেয় না। সঙ্গে স্থানীয় কোনও ক্ষত্রিয় থাকিলে ভয়ে আর আক্রমণ করিতে সাহস পায় না।

কেবল গৌড়িয়া—কেবল বাঙ্গালী; স্থানীয় ক্ষত্রিয়াদির সঙ্গশূন্য বাঙ্গালী।

বাটপাড়ি—যাহারা পথেঘাটে পথিকের উপর অত্যাচার করিয়া দস্যুতা করে, তাহাদিগকে বাটপাড় বলে; বাটপাড়ের আচরণকে বাটপাড়ি বলে; দস্যুতা। **বাট**—পথ। **না দে**—দেয়না।

৩৫। **মথুরার স্বামি-সভার**—মথুরায় যে সমস্ত ভক্ত স্থায়িভাবে বাস করেন, তাঁহাদের; ব্রজবাসীদের। "মথুরা" শব্দে এস্থলে ব্রজমণ্ডলকে বুঝাইতেছে।

৩৬। প্রভু জগদানন্দকে বলিলেন, "ব্রজবাসীদিগকে দূর হইতেই ভক্তি করিবে; তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে বাস করিবেনা; কারণ, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেনা, তাতে তাঁহাদের আচারে দোষ-দৃষ্টি জন্মিলে অপরাধী হইতে হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের সহজ-প্রীতি; তাঁহাদের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের সহজ-প্রীতি। "ব্রজবাসী-লোকের কৃষ্ণে সহজ পীরিতি। গোপালের সহজ-প্রীতি ব্রজবাসীপ্রতি ॥ ২।৪।৯৪ ॥" শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তাঁহাদের আচরণ সহজ-প্রীতিমূলক আচরণ মাত্র; তাই সাধারণ সাধক-ভক্তের আচরণের সঙ্গে সকল সময়ে তাঁহাদের আচরণের মিল হয়না। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে বাস করিলে তাঁহাদের সহজ-প্রীতিমূলক আচরণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য পড়িবার সম্ভাবনা, এবং ঐ প্রীতিমূলক আচরণকে অশাস্ত্রীয় ও অসঙ্গত মনে করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা।

তাঁ-সভার—তাঁহাদের; মথুরার স্বামি-সভার; ব্রজবাসিগণের।

আচার-চেষ্টা লৈতে নারিবা—আচরণের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেনা।

৩৭। **বন দরশন**—ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশবনের দর্শন।

৩৮। **তাহাঁ**—ব্রজে। **চিরকাল**—বেশীদিন। **গোবর্দ্ধনে** ইত্যাদি—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরে যে শ্রীগোপাল-বিগ্রহ আছেন, তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত গোবর্দ্ধনে উঠিওনা। কারণ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণের কলেবর-সদৃশ; তাহাতে পদ-সংযোগ করিলে অপরাধ হইবে।

'আমিহ আসিতেছি' কহিয় সনাতনে।
'আমার তরে এক স্থান যেন করে বৃন্দাবনে'॥ ৩৯
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ॥ ৪০
সবভক্তগণ ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা।
বনপথে চলি-চলি বারাণসী আইলা॥ ৪১
তপনমিশ্র চন্দ্রশেখর দোঁহারে মিলিলা।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর কথা সকলি শুনিলা॥ ৪২
মথুরা আসিয়া শীঘ্র মিলিলা সনাতনে।
দুইজনের সঙ্গে দোঁহে আনন্দিত মনে॥ ৪৩
সনাতন করাইল তাঁরে দ্বাদশ বন।
গোকুলে রহিলা দোঁহে দেখি মহাবন॥ ৪৪
সনাতনগোফাতে দোঁহে রহে একঠাঞি।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই॥ ৪৫
সনাতন ভিক্ষা করে যাই মহাবনে।
কভু দেবালয়ে কভু ব্রাহ্মণসদনে॥ ৪৬
সনাতন পণ্ডিতের করেন সমাধান।
মহাবনে দেন আনি মাগি অন্ন-পান॥ ৪৭
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল।
নিত্যকৃত্য করি তেঁহো পাক চড়াইল॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৯। **আমিহ আসিতেছি** ইত্যাদি—প্রভু জগদানন্দকে বলিলেন—"সনাতনকে বলিও, আমিও শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছি; বৃন্দাবনে আমার থাকিবার নিমিত্ত যেন একটা স্থান ঠিক করিয়া রাখে।"

জগদানন্দকে এই কথা বলার পূর্ব্বেই প্রভু একবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; প্রকট-লীলায় তিনি আর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যায়েন নাই। জগদানন্দের নিকটে বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা বলার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, প্রভু একবার "আবির্ভাবেই" শ্রীবৃন্দাবনে সনাতনকে দর্শন দিবেন; অথবা, শ্রীসনাতন যেন শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, ইহাই বোধ হয় প্রভুর অভিপ্রায়; বিগ্রহ-রূপে তিনি যাইবেন। শ্রীবৃন্দাবনে দ্বাদশাদিত্য টিলার নিকটে শ্রীসনাতনের স্থাপিত প্রভুর শ্রীবিগ্রহ এখনও সেবিত হইতেছেন।

৪২। **তাঁর ঠাঞি**—কাশীতে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের নিকটে। **প্রভুর কথা**—বারাণসীতে প্রভু যে সকল লীলা করিয়াছেন, তাহার কথা। অথবা, তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখর উভয়েই জগদানন্দের নিকট প্রভুর নীলাচল-লীলার কাহিনী শুনিলেন।

৪৩। **দুইজনের সঙ্গে** ইত্যাদি—সনাতনের সঙ্গ পাইয়া জগদানন্দের আনন্দ, আর জগদানন্দের সঙ্গ পাইয়া সনাতনের আনন্দ।

৪৪। **করাইল**—দর্শন করাইল। **দ্বাদশবন**—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, কাম্যবন, বহুলাবন, ভদ্রবন, খদিরবন, মহাবন, লোহবন, বেলবন, ভাণ্ডীরবন ও বৃন্দাবন। **গোকুল**—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা স্থান। **মহাবন**—দ্বাদশবনের এক বন।

৪৫। **সনাতন-গোফাতে**—সনাতন যে গোফায় থাকিতেন, সেই গোফায়। **গোফা**—মাটীর নীচের ক্ষুদ্র কুঠরী; অথবা, নিভৃত ক্ষুদ্র কুঠরী। **পণ্ডিত**—জগদানন্দ। **দেবালয়ে**—দেব-মন্দিরে। সনাতন মাধুকরী করিতেন, তাঁহার পাকের দরকার হইত না; সুতরাং তাঁহার গোফায় পাকের বন্দোবস্তও ছিল না। তাই জগদানন্দ দেবালয়ে যাইয়া নিজের জন্য পাক করিতেন।

৪৬। সনাতন-গোস্বামী মহাবনে যাইয়া ভিক্ষা করিতেন; কখনও দেবালয়ে, কখনও বা বাহ্মণের গৃহেই তিনি মাধুকরী করিতেন।

৪৭। **করে সমাধান**—পণ্ডিতের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করিয়া দেন। **মহাবনে দেন** ইত্যাদি—জগদানন্দের নিমিত্ত অন্নাদি সনাতন মহাবন হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিতেন। **অন্ন-পান**—অন্ন ও পানীয়; আহারের দ্রব্যাদি।

৪৮। **নিমন্ত্রিল**—আহারের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিল। **তেঁহো**—জগদানন্দ।

মুকুন্দসরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে।
এক বহির্বাস তেঁহো দিলা সনাতনে॥ ৪৯
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া।
জগদানন্দের বাসাদ্বারে বসিলা আসিয়া॥ ৫০
রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
'মহাপ্রভুর প্রসাদ' জানি তাঁহারে পুছিলা॥ ৫১
কাহাঁ পাইলে এই তুমি রাতুল বসন?
'মুকুন্দসরস্বতী দিল'—কহে সনাতন॥ ৫২
শুনি পণ্ডিতের মনে দুঃখ উপজিল।
ভাতের হাণ্ডী লঞা তাঁরে মারিতে আইল॥ ৫৩
সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইয়া।
বলিতে লাগিল (পণ্ডিত) হাণ্ডী চুলাতে ধরিয়া॥৫৪
'তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান।'
তোমাসম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥ ৫৫
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে?।
কোন ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে?॥ ৫৬
সনাতন কহে—সাধু! পণ্ডিত মহাশয়।
চৈতন্যের তোমাসম প্রিয় কেহো নয়॥ ৫৭
ঐছে চৈতন্য-নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে, ইহা শিখিব কেমতে॥ ৫৮
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম প্রত্যক্ষে দেখিল॥ ৫৯
রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায়।
কোন পরদেশীকে দিব, কি কাজ ইহায়॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫০। **বসিলা আসিয়া**—জগদানন্দ যে সময়ে পাক করিতেছিলেন সেই সময়ে, নিমন্ত্রিত সনাতন আসিয়া পণ্ডিতের পাক-ঘরের দ্বারে বসিলেন; সনাতনের মাথায় তখন মুকুন্দ-সরস্বতীর প্রদত্ত রাতুল-বস্ত্র ছিল।

৫১। **রাতুল বস্ত্র**—রক্তবর্ণ বস্ত্র। **প্রেমাবিষ্ট হৈল**—সনাতনের মাথায় রাতুল-বস্ত্রকে জগদানন্দ মহাপ্রভুর প্রসাদী-বস্ত্র বলিয়া মনে করিতেছিলেন; তাই ঐ বস্ত্র-দর্শনে প্রভুর স্মৃতি উদ্দীপিত হওয়ায় জগদানন্দের প্রেমাবেশ হইয়াছিল।

৫৩। **দুঃখ উপজিল**—অপর সন্ন্যাসীর বস্ত্র সনাতন আগ্রহের সহিত মস্তকে ধারণ করিয়াছেন জানিয়া পণ্ডিতের মনে দুঃখ হইল। **ভাতের হাণ্ডী** ইত্যাদি—প্রণয়-রোষে জগদানন্দ সনাতনকে মারিতে উঠিলেন। **হাণ্ডী**—হাঁড়ি; ভাত পাক করার পাত্র। **তাঁরে মারিতে**—সনাতনকে হাণ্ডী দ্বারা আঘাত করিতে।

৫৪। **সনাতন তাঁরে** ইত্যাদি—জগদানন্দের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সনাতন লজ্জিত হইলেন। মহাপ্রভুর প্রতি জগদানন্দের প্রীতি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই সনাতন মুকুন্দ-সরস্বতীর বস্ত্র নিজ মস্তকে বাঁধিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতির পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে যাওয়ার দুর্ব্বুদ্ধিতার কথা ভাবিয়া সনাতন লজ্জিত হইলেন।

বলিতে লাগিলা ইত্যাদি—সনাতনকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া জগদানন্দ আর তাঁহাকে হাণ্ডী দ্বারা আঘাত করিলেন না; হাণ্ডীটা চুলার উপরে রখিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে বলিতে লাগিলেন।

৫৬। **অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র** ইত্যাদি—সনাতন অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র মাথায় বাঁধাতে প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রীতির এবং প্রভুর উপর তাঁহার নিষ্ঠার শৈথিল্য প্রকাশ পায় বলিয়া জগদানন্দের ক্রোধ হইয়াছিল।

৬০। **রক্তবস্ত্র**—রাতুল বসন; গৈরিক বসন। সনাতন-গোস্বামী যে বস্ত্র-খানা মাথায় বাঁধিয়াছিলেন, তাহা মুকুন্দ-সরস্বতী-নামক সন্ন্যাসীর পরিহিত বস্ত্র; এই বস্ত্রকেই জগদানন্দ মহাপ্রভুর পরিহিত বস্ত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, মহাপ্রভুও ঐ বর্ণের বস্ত্রই ব্যবহার করিতেন। কিন্তু কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু গৈরিক-বসনই-পরিধান করিতেন:—"ততোঽচ্ছেদ্যঃ শ্রীমান্ধৃতকরদণ্ডঃ সদরুণং বহন্ বাসোদ্বন্দ্বং বহুলতড়িদর্চ্চিঃ প্রতিকৃতিঃ। অকস্মাদেকস্মিন্ পথি গুরুশিখো গৈরিকময়ো ব্যদর্শি স্বর্ণাদ্রি-প্রবর ইব তৈ গৌরশশভৃৎ; ১১।৬৫॥" শ্রীগ্রন্থের এই ১৩শ পরিচ্ছেদেও দেখা গিয়াছে, জগদানন্দ-পণ্ডিত প্রভুর নিমিত্ত

পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল।
দুইজন বসি তবে প্রসাদ পাইল ॥ ৬১
প্রসাদ পাই অন্যোন্যে কৈল আলিঙ্গন।
চৈতন্যবিরহে দোঁহে করেন ক্রন্দন ॥ ৬২
এই মত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে।
চৈতন্যবিরহদুঃখ না যায় সহনে ॥ ৬৩
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে—।
'আমিহ আসিতেছি, রহিতে করিহ এক স্থানে' ॥ ৬৪
জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিলা।
সনাতন প্রভুকে কিছু ভেটবস্তু দিলা ॥ ৬৫
রাসস্থলীর বালু, আর গোবর্দ্ধনের শিলা।
শুষ্ক পক্ক পীলুফল, আর গুঞ্জামালা ॥ ৬৬
জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লঞা।
ব্যাকুল হৈল সনাতন তারে বিদায় দিয়া ॥ ৬৭
প্রভুর নিমিত্ত এক স্থান বিচারিল।
দ্বাদশাদিত্যটিলায় এক মঠি পাইল ॥ ৬৮
সেই স্থান রাখিল গোসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠির আগে রহিল এক ছাওনি বান্ধিয়া ॥ ৬৯
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেলা জগদানন্দ।
সবভক্তসহ গোসাঞি পরম আনন্দ ॥ ৭০
প্রভুর চরণ বন্দি সভারে মিলিলা।
মহাপ্রভু তারে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥ ৭১
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল।
রাসস্থলীর বালু-আদি সব ভেট দিল ॥ ৭২
সব দ্রব্য রাখিল, পীলু দিলেন বাঁটিয়া।
'বৃন্দাবনের ফল' বলি খাইল হৃষ্ট হৈয়া ॥ ৭৩
যে কেহো জানে সে আঁটি সহিত গিলিল।
যে না জানে—গৌড়িয়া পীলু চাবাইয়া খাইল ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তোষক ও বালিশ তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে যে কাপড় আনিয়াছিলেন, তাহা তিনি গৈরিক দিয়া রঞ্জিত করিয়াছিলেন। ইহাতেও বুঝা যায়, প্রভু গৈরিক বর্ণের বস্ত্রই ব্যবহার করিতেন। যাঁহারা চতুর্থাশ্রমোচিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, গৈরিক বসনই তাঁহাদের ব্যবহার্য্য।

এই পয়ার হইতে তাহা হইলে বুঝা গেল, গৈরিকবর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করা বৈষ্ণবের পক্ষে সঙ্গত নহে। যাঁহারা প্রভুর ন্যায় সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অবশ্য আশ্রমোচিত গৈরিকবস্ত্র পরিধান করিতে পারেন; কিন্তু যে সমস্ত বৈষ্ণব আশ্রমাতীত নিষ্কিঞ্চনের বেশ ধারণ করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে গৈরিক-বসনাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ; ইহাই এই পয়ারের মর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। নিষ্কিঞ্চনের বেশ আশ্রমের অতীত অবস্থা। "এই সব ত্যাজি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ ॥ ২।২২।৫০ ॥" **পরদেশী**—ভিন্নদেশীয় লোক।

৬২। **অন্যোন্যে**—একে অন্যকে।

৬৩। **রহিলা**—জগদানন্দ অবস্থান করিলেন।

৬৪। **সন্দেশ**—সংবাদ। "আমিহ আসিতেছি" ইত্যাদি সংবাদ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৯ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬৫। **প্রভুকে**—প্রভুর নিমিত্ত। **ভেটবস্তু**—উপহার।

৬৬। সনাতন প্রভুর নিমিত্ত কি কি বস্তু উপহার পাঠাইলেন, এই পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

৬৮। **দ্বাদশাদিত্য টিলার**—শ্রীবৃন্দাবনে এক্ষণে যেস্থানে শ্রীমদনমোহনের পুরাতন শ্রীমন্দির আছে। **মঠি**—মঠ।

৬৯। **সংস্কার করিয়া**—পরিষ্কার করিয়া। **মঠের আগে** ইত্যাদি—সনাতন গোস্বামী মঠের সম্মুখভাগে লতাপাতা দিয়া একখানা ছাওনি (চালা) বাঁধিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন—প্রভুর আসার অপেক্ষায়। কোনও কোনও গ্রন্থে "মঠের আগে রাখিল এক চালি বাঁধিয়া" পাঠ আছে।

৭৪। পিলুফলের আঁটিতে কাঁটা আছে; তাই চিবাইয়া খাইতে গেলে কাঁটার আঘাতে মুখের ছাল উঠিয়া

মুখে তার ছাল গেল, জিহ্বায় পড়ে লালা।
বৃন্দাবনের পীলু খাইতে এই এক খেলা ॥ ৭৫
জগদানন্দের আগমনে সভার উল্লাস।
এই মতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস ॥ ৭৬
একদিন প্রভু যমেশ্বরটোটা যাইতে।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥ ৭৭
গুর্জ্জরীরাগ লঞা সুমধুর স্বরে।
গীতগোবিন্দ-পদ গায় জগ-মন হরে ॥ ৭৮
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ।
'স্ত্রী পুরুষ কেবা গায়'—না জানে বিশেষ ॥ ৭৯
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথে সিজের বারি হয়, ফুটিয়া চলিলা ॥ ৮০
অঙ্গে কাঁটা লাগিল ইহা কিছু না জানিলা।
আস্তেব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেত ধাইলা ॥ ৮১
ধাইয়া যায়েন প্রভু—স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
'স্ত্রী গায়' বলি গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে ॥ ৮২
স্ত্রীর নাম শুনি প্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা ॥ ৮৩
প্রভু কহে—গোবিন্দ! আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রীস্পর্শ হইলে আমার হইত মরণ ॥ ৮৪
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহে—জগন্নাথ রাখে, মুই কোন্ ছার ॥ ৮৫
প্রভু কহে—তুমি মোর সঙ্গেই রহিবা।
যাহাঁ-তাহাঁ মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা ॥ ৮৬
এত বলি নেউটি প্রভু গেলা নিজস্থানে।
শুনি মহাভয় হৈল স্বরূপাদি-মনে ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যায়। যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহারা না চিবাইয়া আস্ত পিলু গিলিয়া খাইলেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ ইহা জানেন না; তাঁহারা চিবাইয়া খাইতে লাগিলেন, ফলে তাঁহাদের মুখে ক্ষত হইয়া গেল। **গৌড়িয়া**—বাঙ্গালী।

৭৫। **লালা**—লোল।

৭৭। **যমেশ্বর টোটা**—নীলাচলে যমেশ্বর নামক বাগান। এখানে গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী থাকিতেন। **দেবদাসী**—শ্রীজগন্নাথের চরণে উৎসর্গীকৃতা অবিবাহিতা স্ত্রীলোক; ইহাঁরা জগন্নাথের সাক্ষাতে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। **লাগিলা গাইতে**—নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে।

৭৮। **গুর্জ্জরীরাগ**—গান গাহিবার এক রকম রাগিণী। **গীতগোবিন্দ-পদ**—জয়দেব-গোস্বামীর রচিত গীতগোবিন্দ-নামক গ্রন্থের পদ। **জগ-মন-হরে**—কীর্ত্তনের মধুর স্বরে জগদ্বাসীর মন হরণ করে।

৭৯। **হইল আবেশ**—গানের পদ শুনিয়া প্রভু প্রেমে আবিষ্ট হইলেন। **না জানে বিশেষ**—ঐ সুমধুর গীতটি কি স্ত্রীলোক গান করিতেছে, না কোনও পুরুষ গান করিতেছে, প্রভু তাহার কিছুই জানেন না। গাঢ় আবেশ বশতঃ সে বিষয়ে প্রভুর অনুসন্ধানও ছিল না।

৮০। **তারে**—যে গান করিতেছে, তাহাকে। **সিজের বারি**—সিজ গাছের (মনসা নামক কণ্টকময় গাছের) বেড়া।

৮১। **আস্তে ব্যস্তে**—সন্ত্রস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি।

৮২। প্রেমাবেশবশতঃ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় প্রভু দ্রুতগতিতে গায়কের দিকে ধাবিত হইলেন; গায়িকা-দেবদাসীর প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময় গোবিন্দ যাইয়া বলিলেন "প্রভু, স্ত্রীলোক এই গান করিতেছে।" ইহা বলিয়াই গোবিন্দ প্রভুকে জড়াইয়া নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, যেন প্রভু স্ত্রীলোক স্পর্শ করিতে না পারেন।

৮৩। **স্ত্রীর নাম**—স্ত্রীলোকে গান করে, ইহা। **বাহ্য হইলা**—বাহ্যস্মৃতি জন্মিল। **বাহুড়ি**—ফিরিয়া।

৮৪। **আমার হইত মরণ**—সন্ন্যাস-আশ্রমের মর্য্যাদা লঙ্ঘন হইত বলিয়া মৃত্যুতুল্য অবস্থা হইত।

৮৭। **নেউটি**—ফিরিয়া। **মহাভয়**—বাহ্যস্মৃতি হারাইয়া কোন দিন আবার প্রভু সিজের কাঁটায় পড়েন, না আর কোনও বিপদে পড়েন, ইত্যাদি ভাবিয়া ভয়।

এথা তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য ॥ ৮৮
কাশী হৈতে চলিলা তেঁহো গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গে সেবক চলে ঝালি বহিয়া ॥ ৮৯
পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তেঁহো রাজার বিশ্বাস ॥ ৯০
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ-উপাসক ॥ ৯১
অষ্টপ্রহর রামচন্দ্র জপে রাত্রিদিনে।
সর্ব্ব ত্যাগি চলিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥ ৯২
রঘুনাথভট্টের সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথায় করি বহিয়া চলিলা ॥ ৯৩
নানা সেবা করি করে পাদসংবাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কোচিত মন— ॥ ৯৪
'তুমি বড়লোক পণ্ডিত মহাভাগবতে'।
সেবা না করিহ, সুখে চল মোর সাথে ॥ ৯৫
রামদাস কহে—আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা—এই মোর নিজধর্ম্ম ॥ ৯৬
সঙ্কোচ না কর তুমি, অমি তোমার দাস।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস ॥ ৯৭
এত বলি ঝালি বহে, করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপে রাত্রিদিনে ॥ ৯৮
এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
মহাপ্রভুর চরণে যাই মিলিলা কুতুহলে ॥ ৯৯
দণ্ডপ্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু 'রঘুনাথ' জানি কৈল আলিঙ্গনে ॥ ১০০
মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা।
মহাপ্রভু তাঁসভার বার্ত্তা পুছিলা ॥ ১০১
'ভাল হৈল, আইলা দেখ কমললোচন।
আজি আমার এথা করিবে প্রসাদভোজন ॥' ১০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৯। **গৌড়পথ**—বঙ্গদেশের মধ্য দিয়া যে পথ আছে, সে পথে। **ঝালি**—পেটারী।

৯০। **বিশ্বাস রামদাস**—রামদাস-বিশ্বাস-নামক জনৈক লোক।

বিশ্বাসখানার কায়স্থ—রামদাস-বিশ্বাস জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং কোনও রাজার অধীনে বিশ্বাসখানা-নামক বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন।

বিশ্বাস-খানা—যে রাজকীয় বিভাগে গোপনীয় কাগজপত্রাদি থাকে। **রাজার বিশ্বাস**—রাজার বিশ্বাসের ভাজন বা বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী।

৯১। **সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ**—সমস্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **কাব্য-প্রকাশ**—অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থের নাম। **কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক**—রামদাস-বিশ্বাস কাব্য-প্রকাশ নামক গ্রন্থের অধ্যাপক ছিলেন; ঐ গ্রন্থ তিনি ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। **রঘুনাথ-উপাসক**—তিনি রঘুনাথ-শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন।

৯২। **রামচন্দ্র**—কোনও গ্রন্থে "রাম নাম" পাঠ আছে।

৯৩। **ভট্টের ঝালি**—রঘুনাথ-ভট্টের পেটারি। **বহিয়া চলিলা**—রামদাস-বিশ্বাস ভট্টের ঝালিটী মাথায় বহন করিয়া চলিলেন।

৯৮। **তারকমন্ত্র**—যে মন্ত্র জপ করিলে ভবসমুদ্র হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। ৩,৩,২৪৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০০। প্রভু যখন কাশীতে ছিলেন, তখন তপনমিশ্রের গৃহে আহার করিতেন; সেই সময়ে রঘুনাথ প্রভুর সেবা করিতেন। তাই প্রভু তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

১০১। **মিশ্র**—তপন মিশ্র। **শেখর**—চন্দ্রশেখর।

১০২। এই পয়ার রঘুনাথ-ভট্টের প্রতি প্রভুর উক্তি।

কমললোচন—শ্রীজগন্নাথ। **প্রসাদ ভোজন**—কৃপা করিয়া রঘুনাথকে নিজের ভুক্তাবশেষ পাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যই যেন প্রভু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইলা।
স্বরূপাদি-ভক্তগণসনে মিলাইলা ॥ ১০৩
এইমত প্রভুর সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস।
দিনেদিনে প্রভুর কৃপায় বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ ১০৪
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ।
ঘরভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০৫
রঘুনাথভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে, সে-ই হয় অমৃতের সম ॥ ১০৬
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশেষপাত্র ভট্টের ভক্ষণ ॥ ১০৭
রামদাস প্রথম যবে প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিল। ॥ ১০৮
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ॥ ১০৯
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে পঢ়ায় কাব্যপ্রকাশ ॥ ১১০
অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
'বিভা না করিহ' বলি নিষেধ করিলা ॥ ১১১
'বৃদ্ধ মাতা-পিতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ ১১২

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৮। **অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা**—সম্পূর্ণ আন্তরিক কৃপা করেন নাই। ইহার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারে উক্ত হইয়াছে।

এই পয়ারে বলা হইয়াছে, প্রভু "প্রথমে" রামদাসকে অধিক কৃপা করেন নাই। এই "প্রথমে" শব্দ হইতে বুঝা যায়, প্রভু পরে তাহাকে সম্পূর্ণ কৃপা করিয়াছিলেন।

১০৯। **মুমুক্ষু**—মুক্তিকামী; ভক্তিকামী নহেন। **বিদ্যাগর্ব্ববান্**—বিদ্বান্ বলিয়া অহঙ্কারযুক্ত। রামদাসের মনে ভক্তির কামনা ছিল না, ভক্তি-বিরোধি-মুক্তির কামনা ছিল; তাঁহার চিত্তে বিদ্যাবত্তার অহঙ্কারও ছিল; এইজন্য প্রভু প্রথমে তাঁহাকে সম্যক্ কৃপা করেন নাই; পরে তাঁহার এই দুইটী দোষ ত্যাগ করাইয়া, তাঁহাকে সম্যক্ কৃপা করিয়া বোধ হয় প্রেমভক্তি দিয়াছিলেন।

সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা—সকলের অন্তর্য্যামী। প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ এবং সকলের অন্তর্য্যামী বলিয়া রামদাস-বিশ্বাসের মুক্তি-কামনা এবং বিদ্যাগর্ব্বের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন।

১১০। **পট্টনায়কের**—গোপীনাথ-পট্টনায়কের।

গোষ্ঠীকে—পুত্রাদিকে।

১১১। **বিভা**—বিবাহ। মহাপ্রভু রঘুনাথ-ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। রঘুনাথ-ভট্ট ব্রজ-লীলার রাগমঞ্জরী ছিলেন। "রঘুনাথাখ্যাকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী ॥ গৌরগণোদ্দেশ। ১৮৫ ॥"

১১২। "বৃদ্ধ পিতামাতা" হইতে "আসিহ নীলাচলে" পর্য্যন্ত রঘুনাথ ভট্টের প্রতি প্রভুর উপদেশ।

রঘুনাথ ভট্টের পিতামাতা ছিলেন গৌরগতপ্রাণ পরম-ভাগবত। তাঁহাদের সেবায় তাঁহার ভক্তিপুষ্টির সম্ভাবনা ছিল।

বৈষ্ণবের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করার জন্য মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ ভট্টকে উপদেশ দিলেন। উদ্দেশ্য এই। ভক্তিরস-রসিক বৈষ্ণব ব্যতীত অপর কেহ—সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও—শ্রীমদ্ ভাগবতের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না। আবার, বৈষ্ণবের কৃপাব্যতীত মহাপণ্ডিতও শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম বুঝিতে পারেনা। তাই বলা হয়—"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।" ভক্তির কৃপা হইলেই শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম উপলব্ধি করা যায়; তাহা ব্যতীত কেবল পাণ্ডিত্য বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা, এমন কি টীকার অনুশীলন দ্বারাও মর্ম্মের উপলব্ধি হয়না। ভক্তির বা ভক্তের কৃপাব্যতীত কেবল পাণ্ডিত্যাদির সহায়তায় টীকাদির অনুশীলন করিতে গেলে মর্ম্ম বুঝা তো দূরে, হয়তো টীকাদিতে অসঙ্গতি বা কষ্টকল্পনা বা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাদি আছে মনে করিয়া অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে'।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে ॥ ১১৩
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তাঁরে দিলা।
প্রেমে গরগর ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা ॥ ১১৪
স্বরূপাদি-ভক্ত-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু-আজ্ঞা পাঞা ॥ ১১৫
চারি বৎসর ঘরে পিতা-মাতা সেবা কৈলা।
বৈষ্ণবপণ্ডিত-ঠাঞি ভাগবত পঢ়িলা ॥ ১১৬
পিতা-মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুন প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥ ১১৭
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভুপাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি পুন প্রভু আজ্ঞা দিলা—॥ ১১৮
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ! যাহ বৃন্দাবনে।
তাহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে ॥ ১১৯
ভাগবত পঢ় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ১২০
এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা ॥ ১২১
চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা-পানবিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা ॥ ১২২
সে মালা ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা।
'ইষ্টদেব' করি মালা ধরিয়া রাখিলা ॥ ১২৩
প্রভু-ঠাঞি আজ্ঞা লঞা আইলা বৃন্দাবন।
আশ্রয় করিল আসি রূপ-সনাতন ॥ ১২৪
রূপগোসাঞির সভাতে করে ভাগবত-পঠন।
ভাগবত পঢ়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন ॥ ১২৫
অশ্রু কম্প গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্রকণ্ঠ রোধে বাষ্প, না পারে পঢ়িতে ॥ ১২৬
পিকস্বর কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পঢ়িতে ফিরায় তিনচারি রাগ ॥ ১২৭
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পঢ়ে-শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে, কিছুই না জানে ॥ ১২৮
গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণারবিন্দ যার প্রাণধন ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৩। **কণ্ঠমালা**—প্রভুর কণ্ঠস্থিত মালা।

১১৭। **কাশী পাইলে**—কাশীতে দেহত্যাগ করিলে।

১২২। **চৌদ্দহাত** ইত্যাদি—জগন্নাথের প্রসাদী চৌদ্দহাত লম্বা তুলসী-পত্রের মালা। **ছুটাপান বিড়া**—ছুটা নামক পানের খিলি। **পাঞাছিলা**—প্রভু পাইয়াছিলেন; জগন্নাথের সেবকগণ মহোৎসব-উপলক্ষে প্রসাদী-মালা ও পান প্রভুকে দিয়াছিলেন।

১২৩। **প্রভু তাঁরে দিলা**—প্রভু রঘুনাথভট্টকে কৃপা করিয়া দিলেন। **ধরিয়া রাখিলা**—ভট্ট ধারণ করিলেন।

১২৬। **অশ্রু** ইত্যাদি—প্রেমে অষ্ট সাত্ত্বিকের উদয় হইল। **নেত্র-কণ্ঠরোধে-বাষ্প**—বাষ্প (নেত্রজল), ভট্টের চক্ষু এবং কণ্ঠকে রোধ করায় তিনি আর ভাগবত পড়িতে পারিলেন না; চক্ষুতে অধিক অশ্রু সঞ্চিত হওয়ায় অক্ষর দেখিতে পারেন নাই; কণ্ঠরোধ হওয়ায় কথা বলিতে পারেন নাই।

১২৭। **পিক**—কোকিল। **পিকস্বর-কণ্ঠ**—রঘুনাথভট্টের কণ্ঠস্বর কোকিলের কণ্ঠস্বরের ন্যায় মধুর ছিল। **তাতে রাগের বিভাগ**—একে তো ভট্টের কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট; তাতে আবার তিনি নানাবিধ রাগরাগিণীর সহিত ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ করিতেন বলিয়া তাঁহার পাঠ আরও মধুর হইত।

ফিরায় তিন চারি রাগ—এক এক শ্লোক পড়িতে তিনি তিন চারি রকমের রাগরাগিণী ব্যবহার করিতেন। "তিন চারি"-স্থলে "ছয় ছয়"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১২৮। **কিছুই না জানে**—বাহ্যস্মৃতি হারাইয়া ফেলেন।

১২৯। **গোবিন্দ-চরণে**—শ্রীরূপগোস্বামীর স্থাপিত শ্রীগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহের চরণে।

নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দ-মন্দির করাইল।
বংশী-মকরকুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল ॥ ১৩০
গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে—না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথাপূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥ ১৩১
বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে—এইমাত্র জানে ॥ ১৩২
মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে।
প্রসাদ-কড়ার-সহ বান্ধিলেন গলে ॥ ১৩৩
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এইত কহিল তাতে চৈন্যের কৃপাফল ॥ ১৩৪
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন-আগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান-শ্রবণ ॥ ১৩৫
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-প্রেমফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল ॥ ১৩৬
যে এই সব কথা শুনে শ্রদ্ধা করি।
তারে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি ॥ ১৩৭
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৩৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দবৃন্দাবনগমনং নাম ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩০। **নিজ শিষ্য** ইত্যাদি—রঘুনাথভট্ট নিজের কোনও এক ধনী শিষ্যকে বলিয়া শ্রীগোবিন্দের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দের বংশী, মকর-কুণ্ডলাদি অলঙ্কার তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। জয়পুরাধিপতি মহারাজ মানসিংহই শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দির করিয়া দিয়াছিলেন; তিনি ভট্টগোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীগোবিন্দজীউর বর্ত্তমান মন্দিরের নিকটে এখনও সেই অপূর্ব্ব মন্দির বিদ্যমান; ইহার উপরের অংশ এখন নাই।

১৩১। **গ্রাম্যবার্ত্তা**—বৈষয়িক কথা।

১৩২। **নিন্দ্য কর্ম্ম**—নিন্দনীয় কর্ম্মের কথা। **নাহি পাড়ে কাণে**—শুনেন না।

রঘুনাথ ভট্ট মনে করিতেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন; তাই তিনি বৈষ্ণবের কোনও নিন্দনীয় কার্য্যের কথা কখনও শুনিতেন না।

১৩৩। **মহাপ্রভুর দত্তমালা**—মহাপ্রভু যে চৌদ্দহাত তুলসীর মালা (অথবা যে কণ্ঠমালা) দিয়াছিলেন, তাহা। **মননের কালে**—লীলা-স্মরণ-মননের সময়ে। **প্রসাদ-কড়ার সহ**—প্রসাদী চন্দন সহ। "মননের" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "মরণের" পাঠও আছে।

১৩৪। **অনর্গল**—বাধাশূন্য।

১৩৬। **রঘুনাথে**—রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর প্রতি।

কৃপা-প্রেমফলে—কৃপার ফল কৃষ্ণপ্রেম।